HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০১ বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ধারণা

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ধারণা
টপিক ০২: ব্র্যাক
টপিক ০৩: গ্রামীণ ব্যাংক
টপিক ০৪: বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ
টপিক ০৫: ইউসেপ
টপিক ০৬: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৭: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ধারণা

বিশ্বায়নের যুগে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের আর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থাগুলো (Non-government Organization-NGO) বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংখ্য বেসরকারি সংস্থা কর্মরত রয়েছে। ২০১০ এর প্রাপ্ত সরকারি তথ্যানুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরে ৫৫ হাজার ৯৪৫টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন করা হয়। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে বিদেশী তহবিলপুষ্ট নিবন্ধিকৃত এনজিও-র সংখ্যা ২২৫২ টি (২০১৩)। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধিত সেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা ১৫ হাজার ৩৯৮টি। যৌথ মূলধনী কোম্পানী ও ফার্মসমূহ নিবন্ধন অধিদপ্তরে নিবন্ধিত এনজিও-র সংখ্যা ৯৭১০টি। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার অধীন এনজিও-র সংখ্যা ১৩৮০টি।' বাংলাদেশের সব জেলা এবং উপজেলা বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও কার্যক্রমের পরিধিভুক্ত।

বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ধারণা

বেসরকারি সংস্থা এবং স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থা ধারণা দু'টি অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, "স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হলো সেসব সংগঠন, যেগুলোর তহবিল বেসরকারি উৎস হতে সংগৃহীত এবং লক্ষ্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে অনগ্রসর শ্রেণীকে স্বাস্থ্য ও সমাজসেবাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের প্রবণতা হলো নির্দিষ্ট চাহিদাভিত্তিক বিশেষায়িত সেবা প্রদান।" (Voluntary associations is an organisation whose funding comes from private contributions and whose goals are to provide health, social and other services to the disadvantaged outside Government auspices. Voluntary associations tend to specialize in particular needs and services.)' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সেবা প্রদানের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে- স্বাস্থ্য ও হাসপাতাল সেবা (যেমন- বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতি, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, বাংলাদেশ যক্ষ্মা সমিতি), বিশেষ দল বা শ্রেণীকে সাহায্য করা (যেমন প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, এতিমখানা)। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মূল লক্ষ্য হলো, সরকারি এজেন্সীর পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে মানবিক সেবা প্রদান।

বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ধারণা

১৯৬১ সালে প্রণীত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধীকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ আইনে স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংগঠনের কার্যকরী সংজ্ঞায় (Operational Definition) বলা হয়েছে- কোন সমাজসেবা বা সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করার লক্ষ্যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের স্বাধীন ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত ইচ্ছায় গঠিত সংগঠন, সমিতি বা কর্মকান্ডকেই স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ বলা হয়। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত দান, চাঁদা এবং সরকারি অনুদান হচ্ছে স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থার আয়ের উৎস। যেমন- বাংলাদেশের বহুমূত্র সমিতি, বাংলাদেশের যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি। বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (Non-Government Organisation-NGO) স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অনুরূপ একটি প্রত্যয়।

বাংলাদেশে এনজিও কর্মতৎপরতার জন্য অনেক আইন, অধ্যাদেশ, বিধি রয়েছে। এসব বিধিবদ্ধ আইনের কোনটিতেই বেসরকারি সংস্থার প্রামাণ্য সংজ্ঞা নেই। প্রত্যয়টি গ্রেট বৃটেনসহ অন্যান্য কতিপয় ইংরেজি ভাষাভাষি দেশে ব্যবহৃত হয়। জনস্বার্থে প্রতিষ্ঠিত অলাভজনক ও অমুনাফামুখী প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি সংস্থা (NGO) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ধারণা

সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, "বেসরকারি সংস্থা হলো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যেগুলো জনস্বার্থে সেবা প্রদান করে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত। এগুলো আর্থিক লাভ বা অর্থলগ্নীকারীর পৃষ্ঠপোষকতায় লাভজনক উদ্দেশে পরিচালিত হয় না। এনজিও প্রত্যয়টি সাধারণত বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী অমুনাফামুখী সামাজিক সংস্থার জন্য সংরক্ষিত। মালিকানাধীন বা স্বত্বাধিকারী লাভজনক সামাজিক সংস্থা এনজিও প্রত্যয়ের বহির্ভূত।"" এনজিও-র মতো অলাভজনক সমাজ উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নীতি এবং প্রতিষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড (Boards of Directors) থাকে। এসব সংস্থার আয়ের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। এগুলো ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার চেয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে। জনগণের চাঁদা, দানশীল ব্যক্তিদের দান, সেবাগ্রহীতা বা ক্লায়েন্ট এর নিকট থেকে আদায়কৃত প্রত্যক্ষ চাঁদা, বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর আর্থিক অনুদান এবং সরকারি অনুদান (Grants-in-aid)। বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওদের মধ্যে ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বহুমূত্র সমিতি, রেডক্রিসেন্ট সমিতি, স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার বৈশিষ্ট্য

এনজিওগুলোর উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো লক্ষ্যকেন্দ্রিক (Target oriented) সেবা প্রদান। এনজিওগুলো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যভুক্ত করে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সেবাদানে নিয়োজিত।

বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মূল ভিত্তি হলো মানবিক দায়িত্ববোধ।

জনগণের দান, চাঁদা, সরকারি অনুদান, বিভিন্ন ট্রাস্ট এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আর্থিক আনুকূল্য বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থাগুলোর আয়ের প্রধান উৎস।

অমুনাফামুখী এবং মানবিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা গঠিত হয়।

প্রশাসনিক কাঠামো সরকারি সংস্থার মতো ততটা জটিল নয় বিধায় প্রশাসনিক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামো অপেক্ষাকৃত নমনীয়। ফলে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমাজ উন্নয়ন সংস্থাগুলো দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ধারণা

দাতা সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ট্রাস্টের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে বেতনভুক কর্মীবাহিনীর মাধ্যমে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সার্বিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়।

অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশে সরকারি সংস্থার সহায়ক হিসেবে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থাগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, দারিদ্র্য বিমোচন, দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন প্রভৃতি খাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের সরকারি প্রশাসনিক কাঠামোর বাইরে, সংশ্লিষ্ট আইনের আওতাধীন থেকে সমাজ উন্নয়ন সংস্থাগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করে।

সমাজ উন্নয়ন সংস্থাগুলো বিশেষ জনগোষ্ঠীকে টার্গেট নির্দিষ্ট করে, তাদের মধ্যে সাহায্য ও পুনর্বাসন কার্যাবলি পরিচালনা করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০২ ব্র্যাক

টপিক ০২: ব্র্যাক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ব্র্যাক

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত অন্যতম বৃহত্তম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হলো ব্র্যাক। ব্র্যাকের নিয়োজিত কর্মচারি এবং সেবাগ্রহীতার সংখ্যার মানদণ্ডে এটি বিশ্বের বৃহত্তম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। দারিদ্র্য নিরসন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনে অর্থবহ পরিবর্তন আনয়নে ব্র্যাক নিবেদিত। দরিদ্রদের গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ প্রদান, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু ও বয়স্কদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ব্যবহারিক শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ব্র্যাক সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ২০১৩ সালে বিশ্বের একশটি সর্বোত্তম এনজিও-র মধ্যে ব্র্যাক প্রথম হবার গৌরব অর্জন করে।

চিত্র : স্যার ফজলে হাসান আবেদ (জন্ম : এপ্রিল ২৭, ১৯৩৬; মৃত্যু : ডিসেম্বর ২০; ২০১৯)

ব্র্যাক

ব্র্যাকের উন্নয়ন শ্লোগান হলো- "Alleviation of Poverty and Empowerment of Poor." অর্থাৎ, দারিদ্র্য দূর এবং দারিদ্র্যের ক্ষমতায়ন।

ব্র্যাকের মূল্যবোধ : সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী মানোভাব, সততা, নিষ্ঠা, সর্বজনীনতা কার্যকারিতা।

ব্র্যাক ভিশন: "এমন একটি পৃথিবী, যেখানে কোন প্রকার শোষণ ও বৈষম্য থাকবে না এবং প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ থাকবে।"

ব্র্যাক মিশন

দরিদ্রদের সঙ্গে বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে কাজ করা;
বহুমুখী উন্নয়নধর্মী কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া;
জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের প্রচেষ্টা চালানো;
সামাজিক, আর্থিক এবং পরিবেশগত দিক হতে টেকসই কর্মসূচির লক্ষ্যে কাজ করা;.
সক্রিয় ও কার্যকর মানবাধিকার, মানব মর্যাদা এবং লিঙ্গ সমতা উন্নয়ন;
দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় ও বৈশ্বিক সক্রিয় ও কার্যকর নীতি প্রণয়নে সহায়তা দান;

ব্র্যাক

ব্র্যাক প্রতিষ্ঠার পটভূমি

বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক এর উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ। পেশাগত দিক হতে চার্টার্ড একাউনটেন্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি দুঃস্থ অসহায় দরিদ্রদের কল্যাণে ব্র্যাকের মতো প্রগতিশীল উন্নয়নমুখী এনজিও গড়ে তুলতে সক্ষম হন। ১৯৭০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার, দুর্গত মানুষের করুণ অবস্থা বাস্তব পর্যবেক্ষণ করে জনাব আবেদ সমাজসেবামূলক কাজের অনুপ্রেরণা লাভকরেন। দুর্গত এলাকায় আগত বিদেশি সাহায্য সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে দুর্গত মানুষের সেবা করার বাস্তব অভিজ্ঞতা সমাজসেবায় তাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগায়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণকার্য পরিচালনার লক্ষ্যে জনাব ফজলে হাসান আবেদ "Save Bangladesh” নামক একটি সংস্থা গঠন করেন। এ সংস্থার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণ কার্য পরিচালনা করেন।

ব্র্যাক

স্বাধীনতার পর সংস্থার সংগৃহীত উদ্বৃত্ত অর্থ নিয়ে সিলেটের শাল্লা গ্রামে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে "Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee" নামক সংস্থা গঠন করেন। শাল্লা গ্রামে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন, ত্রাণ এবং সাহায্যের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণীর দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ও কল্যাণ আনয়ন সম্ভব নয়। পল্লীর দরিদ্র এবং শোষিত শ্রেণীর উন্নয়নে প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদী বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।

এসব বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করে ১৯৭৬ সালে জনাব আবেদ "Bangladesh Rural Advancement Committee” বাংলাদেশ পল্লী প্রগতি পরিষদ সংক্ষেপে ব্র্যাক (BRAC) গঠন করেন। পরিবর্তিত অবস্থায় ব্র্যাকের কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০০২ সালের দিকে এর নাম পরিবর্তন করে শুধু সংক্ষিপ্ত নাম ব্র্যাক (BRAC) রাখা হয়।

ব্র্যাকের উদ্দেশ্য

দরিদ্র এবং শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নে ব্র্যাকের বহুমুখী উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন, চাহিদা এবং পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্র্যাকের গতিশীল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। ব্র্যাকের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো-

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ব্র্যাকের লক্ষ্য দল (Target Group) হিসেবে চিহ্নিত করে, তাদের সচেতন করে তোলা। যাতে তারা বাইরের সাহায্য ছাড়া আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের সক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয়।

লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্রদের নিয়ে কার্যকর সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনয়নে সহায়তা করা।

গ্রামীণ দরিদ্রদের কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সহজলভ্য ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করা।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।

জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রজনন স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রচার।

লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্রদের ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা এবং নেতৃত্বের বিকাশ সাধনের পদক্ষেপ গ্রহণ।

বিভিন্ন সমস্যা এবং গৃহীত কার্যক্রমের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা।

বঞ্চনা এবং শোষণের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা।

ব্র্যাকের কার্যক্রম

ব্র্যাক দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে। দরিদ্র মানুষ যাতে নিজেদের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় সে পরিবেশ গড়ে তোলতে ব্র্যাক কাজ করে যাচ্ছে। উন্নযনের সামগ্রিক কর্মকৌশল ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আইনি সহায়তা, সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রের সমন্বয়ে ব্র্যাক কাজ করে যাচ্ছে।

১. পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (Rural Development Programme-RDP): গ্রামীণ ভূমিহীন এবং অনগ্রসর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে গ্রুপ ভিত্তিক সমাবেশ ঘটানোর মাধ্যমে সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। সর্বনিম্ন স্তরের কর্মীদের (Grass roots worker) অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এর কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি সাতটি অঞ্চলে বিভক্ত। একজন এরিয়া ম্যানেজার এবং একজন কর্মসূচি সংগঠক (POS) পল্লী কর্মসূচি বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। ব্র্যাকের চারটি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি রয়েছে। ভূমিহীন মহিলা এবং পুরুষদের সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে তাদের সার্বিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানোই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

ব্র্যাক

২. ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি (Micro Credit Programme): ব্র্যাক পরিচালিত কর্মসূচির মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সর্ববৃহৎ কর্মসূচি। ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ৬৪টি জেলায় ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ঋণ কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ৫৮ লাখ, ৩৫ হাজার ৮৬১ জন।৪
গ্রামীণ আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ব্র্যাক গ্রাম সংগঠন (Village Organization-VO) গড়ে তোলার কৌশল অনুসরণ করছে। ব্র্যাক কর্মীরা সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত সভায় মিলিত হন। আর্থ-সামাজিক বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ব্র্যাক পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রদের দলীয় ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহ করে থাকে। যাতে দরিদ্র শ্রেণী তাদের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনে এগিয়ে আসতে পারে। বাহ্যিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যে ব্র্যাক দরিদ্রদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে।

৩. ব্র্যাক ব্যাংক: একুশ শতকের ব্র্যাকের নতুন কর্মসূচি হলো ক্ষুদ্র ও মধ্যম শ্রেণীর উদ্যোক্তাদের লক্ষ্যভুক্ত করে (BRAC Bank) ব্র্যাক ব্যাংক নামে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা। গ্রামীণ পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় দরিদ্র এবং ভূমিহীনদের মূলধন সমস্যার সমাধানকল্পে ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে ব্র্যাক ব্যাংক প্রকল্প শুরু করা হয়। এটি গ্রামীণ ব্যাংকের অনুরূপ একটি প্রকল্প হিসেবে গৃহীত হলেও গ্রামীণ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি, বড় বড় শহরে এটি সীমাবদ্ধ। ব্র্যাক ব্যাংক বাণিজ্যিকভিত্তিতে গৃহ ঋণসহ অন্যান্য ঋণ দিয়ে থাকে।

৪. Group Development-IGVGD) : সরকারের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন বিশ্ব দুঃস্থ মাতাদের আর্থিক উপার্জনশীল কার্যক্রম (Income Generation for Vulnerable খাদ্য কর্মসূচির (WFP) সহায়তায় পরিচালিত দুঃস্থ মাতাদের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির অধীনে সাহায্যপ্রাপ্তদের সহায়তাদানের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সাল হতে দুঃস্থ মাতাদের আর্থিক উপার্জনশীল কার্যক্রম (Income Generation for Vulnerable Group Development-IGVGD) হাতে নেয়া হয়। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার কার্ডধারী (WFP Cardholders) দুঃস্থ মাতাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান। যাতে তারা ভবিষ্যতে স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়।

৫. বাণিজ্যিক উদ্যোগ, হস্তশিল্প উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণ: ব্র্যাক কর্মকান্ড পরিচালনায় নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করে থাকে। বাণিজ্যিক উদ্যোগ থেকে সম্পূরক তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে ব্র্যাকের উন্নয়নমুখী কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। ব্র্যাক বেসরকারি কোম্পানী হিসেবে ছাপাখানা, হিমাগার, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, লবণ কারখানা, বীজ ও নার্সারী, ব্যাংকিং ব্যবসা, দুগ্ধ খামারের মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। এছাড়া কুটির শিল্পের উন্নয়ন এবং উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আড়ং নামে পরিচিতি বিক্রয় কেন্দ্র এবং ঢাকায় একটি রপ্তানি কেন্দ্র রয়েছে। ব্র্যাকের সব কটি এন্টারপ্রাইজ থেকে অর্জিত আয় দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়। ব্র্যাক এসব এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

৬. মানবাধিকার ও আইনগত সেবা প্রদান কার্যক্রম (Human Rights & Para Legal Sevices): গ্রামীণ অশিক্ষিত, অজ্ঞ দরিদ্রদের আইনগত অধিকার আদায়ে সহায়তাদানের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামীণ জনগণকে আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই এর মূল লক্ষ্য।

৭. শিক্ষা কার্যক্রম (Educational Activities): ব্র্যাকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। ব্র্যাক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির ভিত্তিতে স্যাটেলাইট প্রাথমিক স্কুল পদ্ধতি চালু করে। ব্র্যাকের শিক্ষা মডেলে দরিদ্র শিশুদের গুরুত্ব দেয়া হয়। শিক্ষা কর্মসূচি সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরকে পরিণত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে মানিকগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে ২২টি ফুল চালুর মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। ব্র্যাকের স্কুলের ধরনগুলো হলো- প্রাথমিক স্কুল, প্রি-প্রাইমারী স্কুল এবং অব্যাহত ফুল।

৮. স্বাস্থ্য কার্যক্রম (Health Programme): স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

খাবার স্যালাইন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (Oral Therapy Extension Programme-OTEP)। এ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে স্যালাইন তৈরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচি। এ কর্মসূচির অধীনে টীকা দান, ভিটামিন এ' বিতরণ, স্যালাইন তৈরি প্রশিক্ষণ এবং তৈরি স্যালাইন বিতরণ করা হয়ে থাকে।

অতি জরুরী স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির অধীনে বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে জনগণের জন্য ব্র্যাক রোগ প্রতিরোধক, রোগ নিবারক ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়

ব্র্যাক-এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির মধ্যে প্রসূতি, মাতৃত্বকালীন ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন ও প্রদান অন্যতম। এর জন্য শহরাঞ্চলে মানসী শিরোনামে কমিউনিটি কেন্দ্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ব্র্যাক ও সরকারের যৌথ কর্মসূচির মধ্যে যৌথ যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এবং এইচআইভি / এইডস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

ব্র্যাক

৯. হাওর উন্নয়ন প্রকল্প: হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ হাওর এলাকার ভূমিহীন দরিদ্রদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

১০. পল্লী উদ্যোগ প্রকল্প (Rural Enterprise Project-REP) : গ্রামীণ ভূমিহীনদের উপযোগী উন্নত কাজের সন্ধান, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৯৯০ সালে ব্র্যাকের ৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ব্র্যাক প্রশিক্ষণের দু'টি বিশেষ দিক।

১১. গবেষণা এবং মূল্যায়ন বিভাগ (Research & Evaluation Division-RED) : ব্র্যাকের নিজস্ব মূল্যায়ন এবং অন্যান্য এনজিওদের কর্মসূচির যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য ব্র্যাক গবেষণা এবং মূল্যায়ন সেবা প্রদান করে থাকে। পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন কৌশল এবং মডেল উন্নয়নে ব্র্যাক নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া মাসিক 'গণকেন্দ্র' নামক পত্রিকা ব্র্যাকের মুখপত্র হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

১২. ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে উচ্চ শিক্ষার মানসম্মত প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করে যাচ্ছে।

এছাড়া ব্র্যাক তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (Information Technology Institute) প্রতিষ্ঠা করেছে। তথ্য প্রযুক্তির যুগে দক্ষতাসম্পন্ন পেশাদার ব্যক্তি তৈরি করাই এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

ব্র্যাক

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্র্যাক যুদ্ধ এবং দুর্যোগ পরবর্তী উন্নয়ন কাজ এবং দারিদ্র্য বিমোচনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে মানবিক সাহায্য প্রদানে ব্র্যাক কাজ করে যাচ্ছে। ২০১২ এর তথ্যানুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের ১৪টি দেশে ব্র্যাকের অফিস রয়েছে। আফগানিস্তান, শ্রীলংকা, তানজানিয়া, উগান্ডা, দক্ষিণ সুদান, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, হাইতি প্রভৃতি দেশে ব্র্যাকের কার্যক্রম বিস্তৃত। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের ১৩ দেশে ব্র্যাক কাজ করছে। যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাজ্যে ব্র্যাক অনুমোদিত সংগঠন।

ব্র্যাক

ব্র্যাক এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন

Practice of Social Work Method in BRAC's Activities

ব্র্যাকের বাস্তবায়িত কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতিগুলোর মধ্যে দল সমাজকর্ম, সমষ্টি সমাজকর্ম এবং সমাজকর্ম গবেষণার জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।

ব্র্যাকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম হলো পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি। ব্র্যাকের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে ভূমিহীন মহিলা ও পুরুষদের সংগঠিত করে তাদের সার্বিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো হয়। সমষ্টি উন্নয়ন (Community development) এবং দল সমাজকর্ম (Social group work) পদ্ধতি অনুশীলনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমকে চিহ্নিত করা যায়।

ব্র্যাকের অন্যতম বৃহত্তম কর্মসূচি হলো ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি। ব্র্যাক গ্রাম সংগঠন (Village Organization-VO) গঠনের মাধ্যমে দরিদ্রদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। গ্রামীণ সংগঠন এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদানে দলীয় কার্যক্রমে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি দল সমাজকর্ম পদ্ধতি (Group work) অনুশীলন করা যায়। দল সমাজকর্মের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করে কার্যকর গ্রামীণ সংগঠন এবং দলভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায়।

ব্র্যাক

ব্র্যাকের অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে গবেষণা এবং মূল্যায়ন। ব্র্যাক নিজস্ব এবং অন্যান্য এনজিও কার্যক্রম মূল্যায়নে এবং নতুন কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা করে। ব্র্যাকের গবেষণা কার্যক্রমে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করা যায়।

ব্র্যাক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্র্যাকের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সমাজকর্ম তথা সমাজকল্যাণ প্রশাসনের জ্ঞান, দর্শন, নীতি ও দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজকর্মের দল সমাজকর্ম, সমষ্টি সমাজকর্ম এবং সমাজকর্ম গবেষণা ও সমাজকর্ম প্রশাসনের জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রয়োগ করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৩ গ্রামীণ ব্যাংক

টপিক ০৩: গ্রামীণ ব্যাংক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

গ্রামীণ ব্যাংক

বিশ্বের সর্ববৃহৎ দরিদ্রবান্ধব ক্ষুদ্র ঋণদাতা সংস্থা হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংক বিশ্বের একমাত্র নোবেল বিজয়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ৪৭৯টি উপজেলায় ২৫৬৭টি শাখার মাধ্যমে ৮১,৩৮৬টি গ্রামে ৮৩.৭৪ লাখ সদস্যের মধ্যে (ডিসেম্বর ২০১২) কর্মপরিধি বিস্তৃত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস হচ্ছেন গ্রামীণ ব্যাংকের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং বাস্তবায়নবিদ। ড. ইউনুস এর তথ্যানুযায়ী বিশ্বের প্রায় একশ'টি দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রভাবে দারিদ্র্যের শৃংঙ্খল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ড. মুহাম্মদ ইউনুস

গ্রামীণ ব্যাংক

আর্টসফেয়ার

গ্রামীণ ব্যাংকের পটভূমি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী জোবরা গ্রামের ভূমিহীন মহিলাদের করুণ ও অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ড. ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণীত হন। তিনি দেখলেন এ গ্রামের ভূমিহীন মহিলারা বেপারীদের নিকট থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাঁটুনি দিয়ে মোড়া তৈরি ও নামমাত্র দামে বিক্রি করে পারিশ্রমিক বাবদ মাত্র পঞ্চাশ পয়সা পেয়ে থাকে। একজন মহিলা অন্যের বাড়িতে ধান ভেঙ্গে পায় মাত্র এক বেলা ভাত এবং আধাসের চাল। অথচ নিজের বাড়িতে ধান ভানলে তারা দৈনিক কমপক্ষে বিশ টাকা ও খুদ কুড়ার অধিকারী হতে পারে। একজন তাঁতী পরের তাঁতে কাপড় বুনে পারিশ্রমিক পায় মাত্র পঁচিশ টাকা। অথচ একই পরিশ্রমে নিজের তাঁতে বুনলে আয় করতে পারে পয়তাল্লিশ টাকা। মহাজন থেকে টাকা ধার করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা প্রতি হাটে মহাজনকে দশ টাকা সুদ দিতে হয় বলে এদের সংসার মোটেও চলে না। এভাবে পুঁজির মালিকানার সুযোগ নিয়ে একদল মানুষ বিরাট জনগোষ্ঠীর শ্রমের ফসল অনায়াসে কেড়ে নিয়ে যায়। ক্রমাগত কেড়ে নেয়ার প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকায় মুষ্টিমেয় একদল লোক ক্রমান্বয়ে সম্পদশালী, আরেক দল লোক নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হতে থাকে।

গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৭৫ সালে জোবরা গ্রামে পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে ড. ইউনুস উপলব্ধি করলেন, পুঁজিটা যদি গরীবের কাছে এনে দেয়া যেতো, তাহলে সকলের মতো নিজেদের শ্রমের আয় নিজে ভোগ করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হতো। তাঁর মতে, মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো ঋণও মৌল মানবিক অধিকার। কারণ ঋণের মাধ্যমে একজন মানুষ অর্থনীতির কঠিন যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তি সজ্জা নিয়ে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। ঋণ ছাড়া তাকে প্রবেশ করতে বলা মানে, শুধু মার খাবার জন্য ঠেলে দেয়া। এ মৌল মানবাধিকার সবার জন্য প্রতিষ্ঠিত করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

ড. ইউনুস পুঁজিটা গরীবের কাছে পৌছে দেবার জন্য একটা সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ উপলব্ধি থেকে তিনি ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী জোবরা গ্রামে 'গ্রামীণ ব্যাংক' নামে একটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প চালু করেন। "ঋণ জমির মতই একটি উৎপাদনক্ষম সম্পদ এবং দরিদ্রদের সময় মত সহজ শর্তে ঋণ দিলে তারা অন্যের সাহায্য ছাড়া স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে" এ ধারণা প্রমাণ করাই ছিল প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য।

গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে ড. ইউনুসের অনুরোধক্রমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক উক্ত জোবরা গ্রামে একটি পরীক্ষামূলক গ্রামীণ ব্যাংক শাখা চালু করে। চট্টগ্রামে তিন বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৭৯ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় টাঙ্গাইল জেলায় এ প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ১৯৮০ সালের মে মাস নাগাদ চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইল জেলায় মোট ২৪টি পরীক্ষামূলক গ্রামীণ ব্যাংক খোলা হয়। ১৯৮২ সালে এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD) প্রকল্পটিকে সহায়তা দানে এগিয়ে আসে এবং প্রকল্পটি ঢাকা, রংপুর ও পটুয়াখালী জেলায় সম্প্রসারিত হয়। তা'ছাড়া ইউনিসেফ (UNICEF) ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন এ প্রকল্পটিকে আর্থিক সহায়তা যোগায়। অবশেষে 'গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৮৩'-এর মাধ্যমে এ প্রকল্পটি 'গ্রামীণ ব্যাংক' নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশেষ অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে।

গ্রামীণ ব্যাংক ধারণা

Concept of Grameen Bank

গ্রামীণ ব্যাংক হচ্ছে পল্লীর ভূমিহীন দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নীকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য হলো বিনা জামানতে গরীবের কাছে ব্যাংকের ঋণ সুবিধা এনে দেয়া, যাতে তারা মহাজনের অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করে নিজেদের আয়ের পথ নিজেরাই বের করে নিতে পারেন। গ্রামীণ দরিদ্র এবং বিত্তহীনদের, যাদের আনুষ্ঠানিক ঋণ পাবার সুযোগ নেই, তাদেরকে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত।

গ্রামীণ ব্যাংকের নীতি

যেসব নীতির উপর ভিত্তি করে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত সেগুলো হলো-

গরীব মানে শুধু গরীব পুরুষ নয়, গরীব মহিলা ও পুরুষ।

মানুষ ব্যাংকের কাছে আসবে না, ব্যাংক মানুষের কাছে যাবে।

"নিম্ন আয়, নিম্ন সঞ্চয়; নিম্ন বিনিয়োগ, নিম্ন আয়" এ দুষ্ট চক্রকে "নিম্ন আয়, ঋণ বিনিয়োগ, অধিক আয়, অধিক ঋণ, অধিক বিনিয়োগ, অধিক আয়" সম্বলিত সম্প্রসারণশীল ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা।

গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য হলো-

বিত্তহীনদের সংগঠিত করে ঋণের মাধ্যমে তাদের আয়, পুঁজি, সম্পদ গঠনে সাহায্য করা।
দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান।
গ্রামীণ সুদখোর মহাজনদের শোষণের বিলোপ সাধন।
অব্যবহৃত ও নিম্ন ব্যবহৃত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
অবহেলিত গ্রামীণ দরিদ্র ও ভূমিহীনদের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অধীনে নিয়ে আসা।
মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের সঙ্গে পার্শ্ব-জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করা।
দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রকে উৎপাদনশীল ও সম্প্রসারণশীল ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা।

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যপ্রণালী

গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা সাধারণত ১ জন ম্যানেজার, ৩জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা কর্মী দ্বারা পরিচালিত। প্রতিটি শাখার অধীনে এক বা দু'টি ইউনিয়ন অথবা গড়ে ২/৩টি গ্রাম থাকে। ব্যাংকের কর্মচারীগণ গ্রামে ঘুরে ঘুরে ঋণ দানের যোগ্য সদস্যদের চিহ্নিত করে ব্যাংকের কার্যাবলি, লক্ষ্য, নিয়ম-কানুন ব্যাখ্যা করেন। যারা ঋণ নিতে আগ্রহী তাদের পাঁচ জনের দল গঠন করতে বলা হয়। পাঁচ ছয়টি দল নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠন করা হয়।

প্রতিটি কেন্দ্রে সদস্যগণ একজনকে কেন্দ্র প্রধান করে কেন্দ্রের সভা আহবান করেন। ব্যাংক কর্মী এ সভায় যোগদান করে পরিচালনায় সাহায্য এবং ঋণ বিতরণ ও কিস্তি আদায় করেন। যখন কোন নতুন দল গঠিত হয়, তখন এক মাস সময় পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং দলটি গ্রামীণ ব্যাংকের নীতিমালা ও শৃঙ্খলার প্রতি আস্থাশীল কি-না পরীক্ষা করা হয়। এ সময়ে দলের সদস্যদেরকে প্রয়োজনে দু'মাস ধরে ব্যাংকের রীতিনীতি, ঋণ প্রদান ও পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ অবগতির জন্য ট্রেনিং প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে স্বাক্ষরদান শিক্ষা দেয়া হয়। ট্রেনিং সময়কাল অতিবাহিত হবার পর দলের মধ্য থেকে দু'জন সদস্যকে ঋণ প্রদানের জন্য মনোনীত করা হয় এবং সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের জন্য বলা হয়। উক্ত দু'জনের ঋণ পরিশোধের আচরণের উপর পরবর্তী দু'জনের ঋণপ্রাপ্তি নির্ভর করে। এতে ঋণ পরিশোধ ত্বরান্বিত হয় এবং যৌথ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালিত হয়। তাছাড়া দলীয় ভিত্তিতেও ঋণ প্রদান করা হয়। এটি যৌথ ঋণ নামে পরিচিত।

গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম

গ্রামীণ ব্যাংক যেসব আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রমে ঋণ দিয়ে থাকে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে-

প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদন: বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, ছাতা মেরামত, মিষ্টি তৈরি ইত্যাদি।

কৃষি ও বন: বৃক্ষরোপণ, শাক-সব্জির চাষ, ইক্ষু চাষ ইত্যাদি।

পশুপালন ও মৎস্য খাত: গাভী, বলদ, হাঁস-মুরগী, মাছ ধরার নৌকা ইত্যাদি।

সার্ভিসেস: রিকশা, সেলুন, নির্মাণ কাজ, ডেকোরেটর ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান।

ব্যবসা: ধান, চাল, কাঠ, গুড়, দোকান ইত্যাদি।

ফেরী ব্যবসা: বাঁশের ঝুড়ি, কাপড়, সাবান, তৈল ইত্যাদি।

দোকানদারী: মুদি দোকান, চা দোকান ইত্যাদি।

যৌথ কার্যক্রম: বাজার নিলাম, ধান কল ক্রয়, যৌথ হাঁসের খামার ইত্যাদি।

গ্রামীণ ব্যাংক

গৃহ নির্মাণ: ১৯৮৭ সালে গ্রামীণ ব্যাংক "গৃহ নির্মাণ প্রকল্প" নামে একটি নতুন কার্যক্রম হাতে নেয়। গ্রামীণ দুঃস্থ বিত্তহীনদের গৃহ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

শিক্ষা ঋণ: গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হয়।

ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ ঋণ: সংগ্রামী সদস্য কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ ব্যাংক সমাজের দরিদ্র ভিক্ষুকদের জামানতবিহীন সুদমুক্ত ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মোবাইল ফোন ঋণ: পল্লী ফোন ব্যবসা পরিচালনার জন্য দরিদ্রদের এরূপ ঋণ দেয়া হয়।

গ্রামীণ ব্যাংক

দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংক

দারিদ্র্য বিমোচনমুখী ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। অবহেলিত দরিদ্র ও ভূমিহীন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

গ্রামীণ ব্যাংক শুধু ঋণ প্রদান করে ক্ষান্ত হয়নি; ঋণ গ্রহীতাদের সামাজিক ও সাংগঠনিক দিকেও নজর দিয়ে থাকে। 'ষোল সিদ্ধান্ত' গ্রামীণ ব্যাংকের বিশেষ ব্যবস্থা। ঋণ গ্রহীতাদের 'ষোল সিদ্ধান্ত' পালনের অঙ্গীকার করে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। যোল সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে পরিবার ছোট রাখা, সন্তানের লেখাপড়া শেখানো, যৌতুক বিহীন বিবাহ, গর্ত করে পায়খানা করা, বিশুদ্ধ পানি পান, সবজি চাষ করা, যৌথ উদ্যোগে সামাজিক কাজ করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি। এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য সাফল্য, দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ মডেল উদ্ভাবন। গ্রামীণ ব্যাংক প্রবর্তিত ক্ষুদ্র ঋণ মডেল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি সংস্থা এবং এনজিওসমূহ ব্যাপকহারে প্রয়োগ করছে।

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যের অন্তর্ভুক্ত হলো সুবিধাভোগী হিসেবে দরিদ্র মহিলাদের লক্ষ্যভুক্তকরণ। গ্রামীণ ব্যাংকের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, প্রধান সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসেবে দরিদ্র নারীকে লক্ষ্যভুক্ত করা।
গ্রামীণ ব্যাংকের সবচেয়ে বড় সাফল্য "দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যাংক" এ ধারণাটি সুদৃঢ়ভাবে দেশে এবং বিদেশে প্রতিষ্ঠা করা। দলভিত্তিকভাবে মাঠ পর্যায়ে গ্রামীণ দরিদ্রদের যাদের বেশির ভাগই মহিলা তাদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংক হলো পথিকৃত।
দরিদ্রদের বিশেষ করে নারীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে গ্রামীণ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ ব্যাংকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো গ্রামবাসীদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা দরিদ্র শ্রেণী নিজেদের সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে তারা সম্পদশালী ও সুদখোর মহাজনদের সঙ্গে সংগঠিত হয়ে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হচ্ছে। গ্রামীণ বাজার, দীঘি, বাগান, ভাগচাষের জমি ইজারা প্রভৃতিতে ধনীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জয়ী হচ্ছে।

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংক শিক্ষিত যুব শ্রেণীকে দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণে সক্ষম হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক উচ্চ শিক্ষিত যুব সমাজকে চাকুরি নিয়ে সনাতন পাড়াগায়ে কাজ করার প্রবণতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ব্যাংকে চাকুরিরত উচ্চশিক্ষিত যুবকশ্রেণী দরিদ্র মানুষকে সংগঠিত ও কর্মমুখর করার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে দরিদ্রদের উন্নয়নে অর্থবহ ভূমিকা পালন করছে।

গ্রামীণ ব্যাংক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক হলো বেকার সমস্যা। গ্রামীণ ব্যাংক শিক্ষিত বেকারত্ব এবং গ্রাম বাংলায় দরিদ্র পুরুষ ও মহিলা বেকারত্ব মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকের কর্মচারিরূপে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে গ্রামীণ ব্যাংক।

গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

Practice of Social Work Method in Grameen Bank's Activities

গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম দলীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিচালিত। ক্ষুদ্র দলভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে গ্রামীণ ব্যাংক। গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি দল সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যায়। দল সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়াগুলো হলো- দল গঠন (Group Composition), সমস্যা নির্ণয় (Assessment), লক্ষ্য নির্ধারণ (Goals Setting), মূল্যায়ন (Evaluation)। গ্রামীণ ব্যাংকের দলভিত্তিক ঋণদান দল সমাজকর্মের (Social Group Work) উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলো প্রয়োগ করা যায়। দল সমাজকর্মী গ্রামীণ ব্যাংকের দল গঠনে ও সদস্য নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে দলের গঠনকে প্রভাবিত করতে পারেন। দলের পরিধি, সদস্যদের গুণাবলী, সদস্যদের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে দল সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করা যায়। গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমে দলীয় অবস্থা, ব্যক্তিগত ও দলীয় লক্ষ্যার্জনে দলের সাফল্য, দলের বাইরে সদস্যদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে যাচাই বাছাই করতে দলীয় প্রক্রিয়া সমস্যা নির্ণয় (Assessment) প্রয়োগ করা যায়। গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম যেসব দলকে নিয়ে ব্যাপৃত সেসব দলের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং কর্মসূচি প্রণয়নে দল সমাজকর্মের অভিজ্ঞতা ও কৌশল প্রয়োগ করা যায়।

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মচারীরা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানে দলীয় ধারণা প্রয়োগ করেন। গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা ম্যানেজার এবং মাঠকর্মীদের দলীয় প্রক্রিয়া (Group Process) পরিচালনায় দল সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারেন। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করে সমাজকর্মীরা ব্যাংক কর্মীদের সাহায্য করতে পারেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৪ বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ

টপিক ০৪: বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ

বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে প্রবীণদের সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ সকল স্তরের প্রবীণ-প্রবীণাদের কল্যাণার্থে ১০ এপ্রিল ১৯৬০ সালে স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে নিবন্ধনকৃত একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। সমাজসেবী ডা. এ.কে.এম. আব্দুল ওয়াহেদের ব্যক্তিগত অনুদানে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশি ৫৫ ও তদূর্ধ্ব বছর বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা এবং সংঘের নিয়ম মেনে চলায় সম্মত ব্যক্তি এ সংঘের সদস্য হতে পারেন।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব এজিং (International Federation on Ageing)-এর পূর্ণাঙ্গ সদস্য। প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সাথে Australia Associations of Gernontology, Help Age International এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ রয়েছে। উল্লিখিত সংস্থাগুলো হতে নিয়মিত পত্র-পত্রিকা গ্রহণ এবং তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ অংশগ্রহণ করে।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রবীণ বয়সে অশেষ গ্লানির মধ্যে প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ যাতে একটু শান্তির সন্ধান পান, তাঁদের বাকি জীবন অসহনীয় না হয়ে বরঞ্চ অর্থবহ ও স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠে সে লক্ষ্যেই প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সকল প্রচেষ্টা নিবেদিত। সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো হলো-

প্রবীণ বয়সে সবার জন্য শারীরিক, মানসিক সুস্থতা ও চিন্তা-ভাবনাহীন শান্তিপূর্ণ আনন্দময় জীবন-যাপনের দিক নির্দেশনা দেয়া।

বার্ধক্যজনিত ব্যাধিসমূহের কারণ, ধরন, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অন্যান্য সমস্যার অনুসন্ধান ও গবেষণা।

বার্ধক্যে আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক এবং অন্যান্য সমস্যা ও তার সমাধানসমূহের জ্ঞানলাভও শিক্ষা বিস্তার এবং এই উদ্দেশে পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ।

প্রবীণদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

সক্ষম প্রবীণদের কর্মসংস্থান ও অন্যদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কার্যক্রম

প্রবীণদের কল্যাণার্থে দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রবীণ হিতৈষী সংঘের ৪৩টি অনুমোদিত শাখা রয়েছে। প্রতিটি শাখা প্রবীণদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান পরিচালিত প্রধান কার্যক্রমগুলো প্রতিবেদনের আলোকে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা: সংঘের পরিচালিত ঢাকার আগারগাঁয়ে অবস্থিত জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা কেন্দ্রে সপ্তাহে প্রতিদিন ৫৫ এবং তদুর্ধ্ব বছর বয়স্ক যে কোন ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এখানে রোগীদের আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রবীণদেরকে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য বয়সের রোগীদেরকেও সব ধরনের চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

আন্তঃবিভাগ চিকিৎসা ব্যবস্থা: সংঘের আবাসিক হাসপাতাল এ কার্যক্রম নিয়মিত চলছে। যেখানে দৈনিক মাত্র পঞ্চাশ টাকা ফি দিয়ে সাধারণ বেডে ও দু'শ টাকা ফি দিয়ে ক্যাবিনে রোগীরা থাকতে পারেন।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক: ১৯৯৭ সাল থেকে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রবীণদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য পাঁচটি স্যাটেলাইট ক্লিনিক খোলা হয়েছে। চিত্তবিনোদন: প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, প্রবীণ ব্যক্তিদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে টেলিভিশন ঈদ পুনর্মিলনী, বনভোজন, মিলাদ মাহফিল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

প্রকাশনা: প্রবীণ হিতৈষী সংঘের নিজস্ব মুখপত্র "প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা" নামে একটি যান্মাসিক জার্নাল প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকায় প্রবীণদের সমস্যা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, গল্প ও দেশ-বিদেশের প্রবীণ বিষয়ক লেখা প্রকাশিত হয়।

প্রবীণ সেবা পুরস্কার : জরাগ্রস্থ পিতা-মাতা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে সশ্রদ্ধচিত্তে ও অকাতরে স্নেহ-মমতা দিয়ে সেবা-যত্ন-পরিচর্যা করে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ মমতাময় ও মমতাময়ী প্রবীণ সেবা পুরস্কার দেয়া হয়। এর পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্য হলো সেবাদানকারীদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা।

প্রবীণ নিবাস (হোম): বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামের প্রবীণদের তুলনায় শহরে প্রবীণদের সমস্যার প্রকৃতি একটু ভিন্ন ধরনের। একাকীত্ব এবং পরিবারের সদস্যদের বিচ্ছিন্নতা ও তাদের উপার্জনক্ষম সন্তান ও স্বজনেরা দেশের বাইরে অথবা আলাদাভাবে বসবাস করায় তাঁরা বিশেষভাবে নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেন। এ শ্রেণীর প্রবীণদের সাময়িক বসবাসের জন্য এ চত্বরে একটি প্রবীণ নিবাস (Old Home) রয়েছে। যাতে রয়েছে ৩০ জনের বসবাস উপযোগী পুরুষ ও মহিলাদের অবস্থান।

প্রবীণদের কর্মসংস্থান প্রকল্প: বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান প্রবীণদের উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশের প্রবীণদের আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রদানের লক্ষ্যে দু'টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। গাজীপুর জেলার পিঙ্গাইল গ্রামে একটি ছাগল প্রকল্প এবং কুমিল্লা জেলার সদর থানায় জাহানারা কটেজ ইন্ডাস্ট্রি। এখানে দরিদ্র প্রবীণ মহিলাদের হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রবীণদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা: প্রবীণদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে পরামর্শ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এ সংঘ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিভিন্ন সময় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

প্রবীণদের সমস্যার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং প্রবীণ কল্যাণে প্রবীণ সংঘ কাজ করে যাচ্ছে। প্রবীন সংঘের কার্যক্রমে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি এবং দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া প্রবীণদের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে গবেষণা এবং প্রবীণ হিতৈষী সংঘের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।

ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রবীণদের ব্যক্তিগত মনোঃসামাজিক সমস্যাগুলো লাঘবের প্রচেষ্টা চালানো যায়। প্রবীণ হিতৈষী সংঘের প্রবীণ নিবাসে অবস্থানকারীদের সঙ্গে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। অন্যদিকে প্রবীণদের চিত্তবিনোদন এবং কর্মসংস্থান কার্যক্রমে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে।

পেশাদার সমাজকর্মীরা প্রবীণদের জটিল ও বহুমুখী সমস্যা নিয়ন্ত্রণের তথ্যাদি সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণে গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করেন। সমাজকর্মীরা প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বহুমুখী সেবা কার্যক্রমের পুনর্বিন্যাস, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ (Monitoring), মূল্যায়ন, এ্যাডভোকেটিং, কাউন্সেলিং ইত্যাদি সেবার প্যাকেজ প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে পারে।

প্রবীণদের কল্যাণে পরিচালিত বেশিরভাগ কেস ম্যানেজম্যান্ট এর অন্তর্ভুক্ত সাধারণ কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে কেস সনাক্তকরণ, কেস গ্রহণ, কেস মূল্যায়ন, লক্ষ্য নির্ধারণ, সেবা পরিকল্পনা (Care planning), সমস্যা মোকাবেলার সামর্থ্য জোরদারকরণ (Capacity building), সেবা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পুনঃমূল্যায়ন, এবং বিমুক্তকরণ (Termination)। কেস ব্যবস্থাপনার এসব কার্যাবলী সমাজকর্মীরা তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যকর করতে পারেন।

বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ

প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা পরামর্শ সেবা (Counseling services) দিতে পারেন। প্রবীণদের সমস্যা মোকাবেলায় প্রদত্ত সেবাগুলোর মধ্যে পরামর্শ সেবা অন্যতম। কাউন্সেলিং প্রবীণদের মধ্যে সমস্যা মোকাবেলার ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের সামর্থ্য এবং আত্মবিশ্বাস জোরদার করে।

প্রবীণ সেবায় নিয়োজিত প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা চিকিৎসাদল (Therapeutic groups) গঠনের সুযোগ তৈরি করে থাকেন। চিকিৎসা দলের (Therapeutic Groups) লক্ষ্য প্রবীণ সদস্যদের অভিযোজন সংক্রান্ত আচরণের ধরন রক্ষা এবং সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা শক্তিশালীকরণে সহায়তা করা। প্রবীণদের যেসব আচরণ ও ভূমিকা তাদের অক্ষমতার জন্য দায়ী, সেসব আচরণের ধরন ও প্রকৃতি সংশোধনে সহায়তা প্রদান চিকিৎসামূলক দলের লক্ষ্য।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৫ ইউসেপ

টপিক ০৫: ইউসেপ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ইউসেপ

ইউসেপ বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জাতীয় বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)। ইউসেপ এর লক্ষ্য দরিদ্র, বঞ্চিত ও কর্মজীবী শিশুকিশোরদের সাধারণ শিক্ষাদানের পাশাপাশি শ্রমবাজার উপযোগী সুনির্দিষ্ট বৃত্তিমূলক ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সে সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন কলকারখানায় তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

ইউসেপ-এর পটভূমি: ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ে দুর্দশাগ্রস্ত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় এলাকার মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য নিউজিল্যান্ড থেকে লিন্ডসে অ্যালেন শেইন নামে একজন সেবাকর্মী ব্রিটিশ ত্রাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে এদেশে আসেন। ত্রাণ কর্ম তৎপরতার পাশাপাশি তিনি বঞ্চিত, গৃহহীন, দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরকে সহযোগিতা করেন। পরিকল্পনাটি তৈরি হলে তিনি তা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংস্থানের সন্ধানে নেমে পড়েন। ডেনমার্ক সরকার তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আর্থিক সহায়তাসহ একটি তিন বছর মেয়াদি প্রকল্প অনুমোদন করে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে প্রকল্পের কার্যালয়ের জন্য বাড়ি বরাদ্দ দেয়। উল্লিখিত কর্ম পরিকল্পনার ভিত্তিতে ইউসেপ নামের এনজিও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইউসেপ

সমাজকল্যাণ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর অধীনে ১৯৮৮ সালে ইউসেপ একটি জাতীয় এনজিও হিসেবে নিবন্ধিত হয়। ২০০০ সালের মধ্যে ইউসেপ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত এনজিও হিসেবে চারটি প্রধান শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহীতে এর ৩০টি সাধারণ বিদ্যালয়, ৩টি কারিগরী বিদ্যালয় এবং ৬টি বাণিজ্যিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে। ইউসেপ সমন্বিত সাধারণ এবং ভোকেশনাল শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা প্রদান করছে। শিক্ষানবীস কর্মের জন্য কর্মে নিয়োগ সহায়ক সেবা (Employment Support Service-ESS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

২০১৩ এর তথ্যানুযায়ী ইউসেপ পরিচালিত ৭টি বিভাগীয় শহর এবং গাজীপুর জেলায় অবস্থিত একটিসহ মোট ৬৩টি ইনস্টিটিউশনে ৪৭ হাজার শিশু কিশোর অধ্যয়ন করছে।

ইউসেপ

ইউসেপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সংস্থাটির সকল কার্যক্রমের নির্ধারিত লক্ষ্য-

শহর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিশুদের যত্ন নেওয়া;

শহরের দরিদ্র পরিবারের সুবিধাবঞ্চিত কিশোরদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলা;

জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের শিশু-কিশোরদের মর্যাদা বাড়ানো;

মৌলিক অধিকার আদায়ে তাদের সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা প্রদান।

ইউসেপ

ইউসেপ-এর প্রাথমিক কার্যক্রম

প্রথমে ইউসেপ কমিউনিটি স্কুলের মডেল অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এ জাতীয় ফুল ছিল বস্তি ও রাস্তাঘাটে বসবাসকারী দরিদ্র কর্মজীবী শিশুদের জন্য বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রকল্পটি শুরু থেকে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। এর অভিজ্ঞতা সরকার ও এনজিওদের উদ্বুদ্ধ করে। ধীরে ধীরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারণা স্কুল-বহির্ভূত দরিদ্র শিশুদের জন্য ইউসেপ মডেল অনুকরণযোগ্য হিসেবে সমাদৃত হয়।

সাধারণ শিক্ষাদান কর্মসূচির সাথে ইউসেপ ১৯৮৩ সালে কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করে এবং এ লক্ষ্যে ঢাকায় একটি কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এ সময়ের মধ্যে ইউসেপের শিক্ষা কার্যক্রম চট্টগ্রাম এবং খুলনা শহরে প্রসারিত হয়।

ইউসেপ-এর শিক্ষা কার্যক্রম

ইউসেপের বিদ্যালয়সমূহ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই অনুসরণ করে। এগুলোর শিক্ষাসেবা শিশুদের চাহিদা মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রণীত হয়। ভর্তির পূর্বে শিশুদের পরিবারে গিয়ে তাদের সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করার পর তাদের শিক্ষা চাহিদা নিরূপণ করা হতো। এভাবে লক্ষ্যগোষ্ঠী শিশুদের নিয়ে কাজ করার দু দশকের অভিজ্ঞতা এবং জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে ইউসেপ শহরের দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা চাহিদার একটি সাধারণ রূপরেখা তৈরি করে। ইউসেপের স্কুল ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের ও তাদের অভিভাবকদের চিন্তা-ভাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার জন্য সমর্থন ও সহযোগিতা দানে উদ্বুদ্ধ করে। ইউসেপের নীতি হচ্ছে শিক্ষার পাশাপাশি কাজে অংশগ্রহণ, সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম। ইউসেপে দুটি শিক্ষা-সমাপনী স্তর রয়েছে। একটি পঞ্চম শ্রেণী এবং অপরটি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত।

বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিশুর আগ্রহ ধরে রাখার জন্য ইউসেপ তার সকল বিদ্যালয় শিশুর কাজ বা বসবাসের জায়গার আশেপাশে অর্থাৎ বস্তি ও কারখানা এলাকাতে স্থাপন করে। শিশুদের স্কুলে পাঠদানের পুরো সময়কালে ইউসেপের শিক্ষকরা ছাত্রদের পরিবার ও তাদের নিয়োগদাতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে।

ইউসেপ-এর বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম

ঢাকা, খুলনা এবং চট্টগ্রামে তিনটি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইউসেপ বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে থাকে। ইউসেপের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ একটি উদ্ভাবনী ধারা সৃষ্টি করেছে। এটি ব্যয়-সাশ্রয়ী এবং এখানে প্রদত্ত কারিগরি শিক্ষা একটি কর্মজীবী শিশুকে দ্রুত (৬ মাসের মধ্যে) সাধারণ দক্ষতামূলক সব কাজের মৌলিক কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলে। ইউসেপের ৬টি বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে রয়েছে বৈদ্যুতিক যন্ত্রে কাঠ চেরাই, সূচিশিল্প, মোটরযান মেরামত, সাইনবোর্ড ও ব্যানার লিখন, চর্মজাত সামগ্রী প্রস্তুত, স্ক্রিন প্রিন্টিং এবং দর্জির কাজ। বাংলাদেশের ৭টি বিভাগীয় সদরে এবং গাজীপুর জেলায় একটি সহ মোট ৬৩টি ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ৪৭ হাজার শিশু-কিশোর ইউসেপ শিক্ষা কার্যক্রমের তালিকাভুক্ত।

ইউসেপের বিশেষ কার্যক্রম হলো এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস (Employment Support Service-ESS)। সারা বাংলাদেশের উদ্যোক্তা এবং শিল্প কারখানার সহযোগিতায় শিক্ষানবীস কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এর লক্ষ্য।

ইউসেপের কার্যক্রম জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত। ইউসেপ ইকোনোমিক এন্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া এন্ড দ্যা প্যাসিফিক (এসক্যাপ)-এর মানবসম্পদ উন্নয়ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণে নিয়োজিত সেবাকেন্দ্রসমূহের তালিকাভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান।

ইউসেপ-এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ
Practice of Social Work Method in UCEP Activities

ইউসেপ বাংলাদেশ-এর কার্যক্রমের লক্ষ্যভুক্ত হলো শহরের সুবিধাবঞ্চিত শিশু। এদের মানব সম্পদে পরিণত করা ইউসেপ-এর মূল লক্ষ্য। ইউসেপের শিক্ষাসেবা, শিশুদের চাহিদা মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রণীত হয়। ভর্তির পূর্বে শিশুদের পরিবার পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষা চাহিদা নিরুপণ করা হয়। অন্যদিকে ইউসেপ জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে শহরের দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা চাহিদার রূপরেখা তৈরি করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণা প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। ইউসেপ এর কার্যাবলী মূল্যায়ন, স্থানীয় শিক্ষা ও কর্মসংস্থান চাহিদা নিরূপণে সমাজকর্মীরা গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা দল সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারেন। ইউসেপ এর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমাজকল্যাণ প্রশাসনের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৬ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১। নিচের কোনটি বেসরকারি সংস্থা নয়?
ক. ব্র্যাক খ. প্রশিকা গ. ইউসেপ ঘ. জাতীয় সমাজসেবা পরিষদ

গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোক্তা হলেন-২।
ক. ড. আকবর আলী খ. ড. ফরাস উদ্দীন
গ. ড. মো. ইউনুস ঘ. স্যার ফজলে হাসান আবেদ

৩। গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে নিচের কোনটি সম্পৃক্ত?
ক. মিরের সরাই খ. জোবরা গ্রাম গ. আনোয়ারা উপজেলা ঘ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৪।"Alleviation of Poverty and Empowerment of Poor."- এটি কোন সংস্থার উন্নয়ন শ্লোগান?
ক. গ্রামীণ ব্যাংক খ. আশা গ. ব্র্যাক ঘ. ইউসেপ

৫। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান উদ্ভাবনা হলো-
ক. দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল খ. দরিদ্র মহিলাদের লক্ষভুক্তকরণ
গ. ক্ষুদ্রঋণ মডেল উদ্ভাবন ঘ. দরিদ্রদের ব্যাংকিং সেবা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭-৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আলম সাহেব নির্দিষ্ট সময় পরে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি এখন প্রবীণ জনসংখ্যাভুক্ত। বিপত্নীক আলম সাহেবের দুই ছেলে দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠিত। আলম সাহেব সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। তার এ নিঃসঙ্গ অবস্থা অনুধাবন করে তিনি তাঁর বাড়িতে একটি প্রবীণ নিবাস প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রবীণদের শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় জীবন যাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৭। বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সদস্যভুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রবীণ কারা?

ক. ৫০ বছর বা তদুর্ধ বছর বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ
খ. ৬৫ বছর বা তদুর্ধ বছর বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ
গ. ৫৫ বছর বা তদুর্ধ বছর বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ
ঘ. ৬০ বছর বা তদুর্ধ বছর বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ

৮। আলম সাহেবের প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ নিবাসের সাথে কোনটির সাদৃশ্য আছে?

ক. সরকারি বৃদ্ধাশ্রম
খ. বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ
গ. অসহায় ও দুঃস্থ নিবাস
ঘ. এতিমখানা

৯। বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের অন্যতম লক্ষ্য হলো-

i. প্রবীণদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ
ii. প্রবীণদের নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা
iii. শান্তিপূর্ণ আনন্দময় জীবনযাপনের দিক নির্দেশনা দান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii
খ. i এবং iii
গ. ii এবং iii
ঘ. i, ii এবং iii

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৭ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

১। উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অধ্যাপক মাসুদ সমাজকর্ম দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে মাঠ পর্যায়ে পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করছিলেন। তাঁর। আলোচনার মূল বিষয় ছিল সরফারি সমাজসেবা কার্যক্রমের সঙ্গে বেসরকারি সমাজসেবা কীভাবে সহায়ব ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা। সোনিয়া নামক জনৈক ছাত্রী সরকারি বেসরকারি সংস্থার পার্থক্য ব্যাখ্যা করার প্রতি মাসুদ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ক. ব্র্যাক কেন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা?

খ. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা এবং বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রত্যয়টি ব্যাখ্যা কর।

গ. দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর।

ঘ. নারীর ক্ষমতায়নে গ্রামীণ ব্যাংকের অবদান মূল্যায়ন কর।

THANK YOU